ভোরের কাগজ

142

তারিখ ... ... NOV 25 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6 ......

পরীক্ষার সময় কমানো প্রসঙ্গে

রাজধানীর বেশ কিছু নাম করা স্কুলসহ অনেক স্কুলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়কে কমিয়ে পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা চালু হয়েছে। অবশ্য টেস্ট পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময় দেওয়া হয়। গণিত বিষয়ের জন্য ব্যাপারটি খুবই অমানবিক। যেমন গণিত (সাধারণ) বিষয়ে টেস্ট পরীক্ষার আজ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় তিন ঘণ্টা সময়ের পরিবর্তে আড়াই ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। এ পরীক্ষায় মোট নম্বর ১০০ যার মধ্যে বীজগণিত থেকে ১১টি, জ্যামিতি থেকে ৬টি, ত্রিকোণমিতি থেকে ৩টি, পরিমিত থেকে ৬টিসহ মোট ২২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এতে করে পরীক্ষার্থীরা মারাত্মক চাপের শিকার হয়। যার ফলে জানা প্রশ্নের জবাবও ঠিকমতো দিতে পারে না। ও দিকে বাসায় এসে পরীক্ষা ভালো না হওয়ার কারণে বাবা, মা ও গৃহশিক্ষকের মুখ কালো হজম করতে হয়। যে অসহায় অবস্থায় এতো পড়াশোনা করলাম অথচ জানা প্রশ্নের জবাব দিদে পারলাম না! ৭ম, ৮ম, ৯ম এসব শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময়ও ছাঁটাই করা হচ্ছে একইভাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই স্বল্প সময়ে পরীক্ষা দেওয়া কি সম্ভব (বিশেষ করে গণিত)? এতে আমাদের শিক্ষার মান বাড়ছে না কমছে? হ্যাঁ সম্ভব হতে পারে যদি শিক্ষার্থী অঙ্কগুলো বারবার অনুশীলন করে মুখস্থ পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং অঙ্কগুলো যদি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। একই নিয়মের অঙ্ক একটু পরিবর্তন করে দিলে সবার পক্ষে ঐ স্বল্প সময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়ার সময় কোথায়? তাই উপযুক্ত সময় দিলে হয়তো শিক্ষার্থীরা কিছুটা চাপমুক্ত হয়ে তাদের জানা প্রশ্নগুলোর জবাব ঠিকমতো দিতে পারবে। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রতি বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ থাকলো। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। এটা অন্য কারো দ্বারা পালন সম্ভব নয়।

ওদিকে শিক্ষা বোর্ড গণিত (সাধারণ) ১০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ করেছে তিন ঘণ্টা; কিন্তু উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়) ৭৫ নম্বরের পরীক্ষার জন্য ও নির্ধারণ করেছে তিনঘণ্টা। এক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টি লক্ষণীয়। আমি অবশ্য এটা বলতে চাইছি না যে, উচ্চতর গণিতের সময় বেশি দেওয়া হয়েছে। আমি বলতে চাইছি, গণিত (সাধারণ) পরীক্ষার সময়টা ভেবে দেখা যায় কিনা। এছাড়া পদার্থবিদ্যা (তত্ত্বীয়) বিষয়েও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

রকি
৮৩১, ধানমণ্ডি রোড ১৯ (পু)
ঢাকা-১২০৯